দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 MAR 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম 3

019

শিক্ষাঙ্গন

02 MAR 1988

আমাদের শিক্ষার হালচাল

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। এ অমোঘ সত্যকে সামনে রেখে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এসব নতুন গজিয়ে উঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বারা দেশ প্রকৃত অর্থে শিক্ষায় কতটুকু উপকৃত হচ্ছে তা ভেবে দেখার বিষয়। ভবিষ্যতে এ শিক্ষা জাতিকে কি দিতে পারবে এ প্রশ্ন আজ দেশের মানুষের। আগামী দিনের সুনাগরিক আমাদের কাম্য। যাদের মধ্যে থাকবে দেশাত্মবোধ, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যপরায়ণতা, জাগ্রত, বিবেক ও দেশ পরিচালনার অর্জিত গুণাবলী! শিক্ষা ক্ষেত্রে চলছে আজ বৈষম্যনীতি। শিক্ষকেরা তাঁদের পবিত্র দায়িত্ব পালন থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাচ্ছেন। দেশের মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেশীর ভাগ বেসরকারী কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়। শিক্ষার নামে দেশে শতাধিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—সরকারীভাবে অনুমোদনও দেয়া হচ্ছে। একটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হাজার হাজার টাকা খরচ করা হচ্ছে, কাগজ কলমে ছাত্র-ছাত্রী দেখানো হচ্ছে। সরকারীভাবে মঞ্জুরি লাভ করছে এসব বিদ্যালয়। মঞ্জুরি পূর্ব সময়ে ছাত্র-ছাত্রী দেখানো হলেও মঞ্জুরির পরবর্তী সময়ে ছাত্র-ছাত্রী না থাকলেও চলে এসব বিদ্যালয়ে। কারণ একবার অনুদানের টাকা পেলে পরবর্তীতে আর অসুবিধা হয় না। দেশের দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর পৃষ্ঠা খুললে প্রতিনিয়ত চোখে পড়ে বিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন অভিযোগের কথা; বিদ্যালয় গৃহের করুণ দৃশ্য। সরকার কোটি কোটি টাকা বিদ্যালয় ও কলেজগুলোকে অনুদান দিয়ে থাকে। কিন্তু বিদ্যালয়গুলোতে বিদ্যমান অনিয়ম, প্রশাসনিক বিশৃংখলা, অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ, মিথ্যা ও ভুয়া শিক্ষক সম্পর্কে খবরের কাগজে ছাপা প্রতিবেদন, শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্যতা, জনগণের আবেদন অভিযোগ সরকারের দোরগড়ায় পৌছায় না। ফলে, সরকার ব্যর্থ হন ব্যবস্থা গ্রহণের। আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুর্নীতি অনাচার আর শিক্ষার অসুস্থ পরিবেশ দিন দিন দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর কথা দিয়ে শুরু করা যাক। দেশের শতকরা সত্তর ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। দেশের ইউনিয়ন পর্যায়ে ২/১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যতীত বাকী বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার পরিবেশ নেই বললেই চলে; শিক্ষাক্ষাদানের নামে সেখানে চলছে ফাঁকি। প্রায় বিদ্যালয়গুলোতে ঘর-দরজা ভাঙ্গা, ঘরের ছাঁদ নেই, ছাত্র-ছাত্রীদের বসবার ব্যবস্থা নেই, ঘরের বেড়া নেই এবং শিক্ষা উপকরণের তীব্র অভাব। আবার কোনওটিতে ছাত্র-ছাত্রী আছে কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক ও আসবাবপত্রাদি নেই। আবার কোনওটিতে ছাত্র-ছাত্রী নেই।

সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার কথা ঘোষণা দিয়েছেন। বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ ও অন্যান্য নানাবিধ সুযোগ সবিধা শিক্ষার্থীদের দেয়া হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি এবং 'সবার জন্য শিক্ষা' এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে দেশ কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছে তা ভেবে দেখার বিষয়। অনেক বিদ্যালয়ে তুলনামূলকভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা কম; তার কারণ হয়তো সে বিদ্যালয়টিতে শিক্ষার পরিবেশ নেই। শিক্ষকদের অনিয়মিত আসা যাওয়া, শিক্ষাদানে ক্রটি বিচ্যুতি, শিক্ষক-অভিভাবকদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের অভাব, শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের অভাব, স্থানীয় জনগণের শিক্ষার প্রতি অনীহা ইত্যাদি।

বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থাও অনুরূপ। বিশেষতঃ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত নগন্য। এমন অনেক বিদ্যালয় আছে যেখানে ছাত্র-ছাত্রী নেই বললেই চলে। এসব বিদ্যালয়ে লেখাপড়া না হলেও এলাকার কিছু বেকার শিক্ষিত যুবকের উপকার হচ্ছে।

বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকেরা নানা সমস্যার আবর্তে পতিত। চাকরির ক্ষেত্রে শিক্ষকদের নানা দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বিদ্যালয়গুলোতে প্রশাসনিক তেমন নিয়ম-কানুন নেই। পরীক্ষাগুলোতে নকলের প্রবণতা বেড়েই চলেছে। প্রতিযোগিতামূলকভাবে ছেলেমেয়েরা আর পড়াশুনা করে না। জানা-শেখার আগ্রহ থেকে তারা বঞ্চিত। শুধু ক্লাস গনতির ভাবনা চিন্তাই তাদের বেশী। কোন রকমে পাস করার মধ্যেই তাদের কৃতিত্ব। "ছাত্রানং অধ্যয়নং তপঃ" এ নীতি বাক্য আজ ছাত্রদের কাছে বেমানান।

শুধু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেই আমাদের শিক্ষা সমস্যার সমাধান আসবে না। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এ অগ্রগতির যুগে জোয়ার ভাটার বাঁকে দেশ আজ ঘুরপাক খাচ্ছে। আমাদেরকে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে বসে থাকলে চলবে না। সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে চাই একটি সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা। দেশকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। আগামী দিনের সমৃদ্ধির বিপুল সম্ভাবনাময় কর্মকান্ডে আমাদেরকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। শিক্ষার সকল বৈষম্য দূর করে জাতিকে উপহার দিতে হবে সোনার মানুষ—এ আশা দেশের দশ কোটি মানুষের।

—মুহঃ আবুল হোসেন সরকার